ভোরের কাগজ

11 FEB 2003
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা একই নীতিমালায় আনা প্রয়োজন

যে দেশের শিক্ষার মান যতো বেশি, সেই দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান ততো উন্নত ও সেই জাতি ততো সভ্য। পাকিস্তান আমলের চেয়ে বর্তমানে কম করে হলেও ১০ গুণ শিক্ষার হার বেড়েছে। আজ বড়ো দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ১০ গুণ শিক্ষার হার বেড়েছে সত্য কিন্তু ১ গুণও উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেনি। একজন গ্রেজুয়েট যুবক বা যুবতী বাংলায় একটি দরখাস্ত বা পত্র লিখলে ভুলের সীমা থাকে না। এটা আমাদের জাতির জন্য লজ্জার ব্যাপার। এরশাদ সরকার আমলে ইংরেজি বিষয় কলেজ লেবেল থেকে তুলে দেওয়ায় সেই সময়কার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হওয়ার নয়। যার জন্য সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিকেও বিদেশে কতো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তার একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি।

একজন সরকারি কলেজ শিক্ষক যার শিক্ষকতা জীবন ২৫ বছর কেটে গেছে। তিনি চিকিৎসার জন্য ভারতের ব্যাঙ্গালোরে যান। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা বিধায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকেই গাইড হিসেবে বেছে নিলেন তিনি। গাড়িতে উঠে তিনি ড্রাইভারকে একটি সিগারেট দিলেন নিজেও একটি সিগারেট ধরালেন। ড্রাইভার তাকে জিজ্ঞাস করলো, 'হোয়াট ইজ ইউর প্রফেসান স্যার'? তিনি এক কথায় উত্তর দিলেন, 'প্রফেসর'। যাহাতক ড্রাইভার জানতে পারলো তার গাড়ির পেসেঞ্জার একজন প্রফেসর, সে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতে আরম্ভ করলো। এতেই প্রফেসর সাহেব পড়ে যান মহা বিপদে, কারণ তিনি দুএক কথা বুঝলেও উত্তর দিতে পারেন না। মাঝে মাঝে তিনি ইয়েস, নো বলে চালাতে চেষ্টা করেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর ড্রাইভার বললো, বাংলাদেশের প্রফেসর ইংরেজি বলতে পারে না তা আমার জানা ছিল না। এই কথা সবাইকে বলে উক্ত ড্রাইভার হাসাহাসি ও আনন্দ করলো স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে। এ কথা উক্ত ভুক্তভোগী প্রফেসর সাহেবের নিজ মুখ থেকে শোনা। তিনি আরো জানালেন, আমি ভেবেছিলাম, প্রফেসর পরিচয় দিলে ড্রাইভারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা বা সম্মান আদায় করা যাবে, যা বাংলাদেশে সম্ভব। ব্যাঙ্গালোর অবস্থানকালে তিনি জানতে পারেন অধিকাংশ ট্যাক্সি ড্রাইভার ডার্সিটি বা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। অবসর সময়ে তারা ট্যাক্সি চালায়।

স্কুল-কলেজ পর্যায়ে অনেক শিক্ষক সুশিক্ষায় শিক্ষিত নন। যদিও তা ১০০% সঠিক তথাপি কেউ তা স্বীকার করতে চাইবেন না। তার জ্বলন্ত উদাহরণ উক্ত প্রফেসরের ঘটনা। তিনি সুশিক্ষিত হলে ও পৃথিবী সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান থাকলে, এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে দেশ ও নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারতেন। তবে অশিক্ষিত লোক ভারতে চিকিৎসার জন্য বা পর্যটনে যাচ্ছে, দিল্লি বম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর আরো অনেক জায়গায়। তাদের বেলায় কোনো অসুবিধা হয় না। ওরা বুঝতে পারে যেহেতু হিন্দি ও ইংরেজি বুঝে না কাজেই সর্ব ক্ষেত্রে সাহায্য করে তারা। বর্তমানে প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত শিক্ষকগণ চেষ্টা করেন ছাত্রদের কিছু শিক্ষা দিতে। স্কুল ও কলেজ লেবেলে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা ফাঁকিবাজ।

এইচএসসি পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ আরম্ভ হয়েছে। সদাশয় সরকার মেয়েদের জন্য ডিগ্রি পর্যন্ত বেতন মওকুফ করেছেন। এ ব্যাপারে এইচএসসি পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপের কিছু তথ্য তুলে ধরছি। সরকারি কলেজে মানবিক বিভাগে ৯৫০ টাকা করে ছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে ফর্ম ফিলআপের জন্য। ময়মনসিংহ শহরে বেসরকারি কলেজগুলোতে ছাত্রীদের কাছ থেকে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে, কোচিং ফিস ও বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে। অধিকাংশ অভিভাবকগণ দিশাহারা হয়ে পড়েন। কারণ তারা জানতো মেয়েদের বেতন মওকুফ করেছে সদাশয় সরকার। অথচ মফস্বলের বেসরকারি মহিলা কলেজ দুর্গাপুরে মেয়েদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে ৯৫০ টাকা মানবিক বিভাগে ও ১ হাজার ২৫০ টাকা বিজ্ঞান বিভাগে। একই দেশে বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন নিয়ম তো হতে পারে না।

সেই সব দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকদের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দিয়ে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির ব্যবস্থা ও ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত বাড়তি টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সদাশয় সরকারের উচিত প্রতিটা বেসরকারি কলেজে রুল জারি করা, কোনো অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে যেন বাড়তি টাকা আদায় করতে না পারে।

ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে কোচিং ফিস আদায় করা রীতিমতো জালিয়াতি। এক কথায় তারাই শিক্ষিত সন্ত্রাসী। সরকারের এমন আইন করা প্রয়োজন— কোনো অবস্থায় যেন কোচিং ফিস আদায় করতে না পারে স্কুল-কলেজে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। পুরুষশাসিত সমাজে নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন মুখে বললেও মনে-প্রাণে চান না তারা। তার প্রমাণ স্কুল ও কলেজগুলোতে ফর্ম ফিলআপের সময় ছাত্রীদের জিম্মি করে বাড়তি টাকা আদায় করা হচ্ছে। সরকার বাহাদুর নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ নজর দিয়েছেন। সেই নারী শিক্ষা যাতে কোনো ক্রমেই দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকের কারসাজিতে বাধাগ্রস্ত না হয়, তার জন্য সরকারের পাশাপাশি সুধী সমাজসহ সমস্ত অভিভাবকের প্রতিবাদ করতে হবে। দেশের সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে একই নীতিমালায় আনা প্রয়োজন।

প্রতাপ চন্দ্র সরকার
১৮ নং বড়বাজার, ময়মনসিংহ।